বিভাস চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার

অপূর্ব দে

.....তাছাড়া এমনিতেই আমাদের থিয়েটারে গবেষনা, জানার ইচ্ছে, বিষয়ের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করার ইচ্ছেটাই নেই। চিরকালই দেখে এসেছি, আমাদের রাজনৈতিক থিয়েটারে কঙ্গো নিয়ে নাটক করছে অথচ কঙ্গোর ইতিহাস যদি বলতে হয়, ভিয়েতনামের ইতিহাস যদি বলতে হয়, তাহলে পারবে না। ম্যাপ দেখিয়ে যদি বলা হয় - ভিয়েতনাম কোথায় সে হয়তো আফ্রিকার দিকে আঙ্গুল বাড়াবে। কঙ্গো হয়তো দেখা যাবে জাপানের দিকে সে অঙ্গুলি নির্দেশকরছে। এরকম জ্ঞান নিয়েই তো আমরা রাজনৈতিক থিয়েটার করছি। রাজনৈতিক থিয়েটার নতুন চেহারায় আসবেই....।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- পরিচালক হিসাবে একজন অভিনেতা, অভিনেত্রীকে কিভাবে তৈরি করেন? শুধু চরিত্রের দাবি এবং চাহিদাটুই কি বুঝিয়ে দেন? না অভিনয় করে দেখিয়ে দেন? কম্পোজিশনগুলিই বা কিভাবে করেন?
চক্রবর্তী ঃ- একজন আদর্শ পরিচালক তাঁর অভিনেতা, অভিনেত্রীকে তিনি কি চাইছেন, তিনি কিভাবে নাটকটাকে ব্যাখ্যা করছেন তা বুঝিয়ে দেন। তিনি কিভাবে সাজাচ্ছেন অর্থাৎ মঞ্চে যে রূপটা পাবে। যে ভঙ্গিতে উনি নাটকটা করবেন, ফর্ম যাকে বলে, সেই ব্যাপারগুলো বলে দেন। - আমি কিন্তু এই স্টাইলে নাটকটাকে বেঁধেছি এবং চরিত্রগুলোকে এরকম ভেবেছি। ঘটনাগুলিকে, নাটকের গতিকে এভাবে ভেবেছি। এটা প্রাথমিক ভাবে বলেন। তারপর তো রিহার্সাল করতে করতে তার মাথায় অনেক নতুন আইডিয়া আসে। আবার অনেকগুলো আইডিয়া ঝরেও যায়। যেগুলো মনে হয় যে, বোধহয় নাটকটার পক্ষে বা থিয়েটারের পক্ষে যাচ্ছে না, সেরকম ভাবে গ্রহণ - বর্জন করতে করতে যাওয়া হয়। এমন অভিনয়টা দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আসে আমাদের পরিস্থিতিতে। কারণ আমাদের এখানেতো প্রশিক্ষিত, দক্ষ শিল্পী নেই। আমাদের এখানে সবই অপেশাদার, শুধু তাই নয়, প্রায় বলা চলে থিয়েটার সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা না নিয়েই থিয়েটার করতে আসে। তাতে অনেক সময় গোড়া থেকে শু করতে হয়। আবার অনেকের সহজাত ক্ষমতাটা এতই বেশি যে, তাকে অল্প কিছু বললেই সে ধরতে পারে, বুঝতে পারে এবং অভিনয়টা সহজেই করতে পারে। আবার অনেকে আছে যার বোধশক্তি বেশি, লেখাপড়া বেশি, বুঝতে পারে, ধরতে পারে, মেধাও বেশি কিন্তু প্রকাশ করার ক্ষমতা ততটা নেই। এরকম নামা রকমের ছেলেমেয়েরা তো আসে। আমি মনে করি যে যতদূর পারা যায়, অভিনেতা, অভিনেত্রীকে বুঝিয়ে দিয়ে অভিনয়টা আদায় করে নেওয়াই ভাল। তাতে তার নিজস্বতা বেরিয়ে আসে। আর নিজের শক্তি সম্পর্কে সে সচেতন হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে। মঞ্চে সে যে কোনো সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেক কিছু যোগ করতে পারে। তার সাহসটা বাড়ে। একজন পরিচালক যদি তার মতো করেঅভিনয় শেখান তাহলে বিভিন্ন চরিত্রগুলি একইরকম হয়ে যায়। ধর, পরিচালকের নাম নরেনবাবু। তখন মঞ্চে আমরা অনেকগুলি নরেনবাবু দেখতে পাই, অর্থাৎ অভিনেতা, অভিনেত্রীরা তো নরেন বাবুকেই অনুসরণ করছে, অণুকরণ করেছে। সেটা তো ঠিক নয়। মানুষ তো তা নয় । মানুষের বৈচিত্র্যই আমাদের মানুষের বৈশিষ্ট্য। কোটি কোটি মানুষ প্রত্যেকেই ভিন্ন। একজন থেকে আরেকজন আলাদা। মঞ্চেও আমরা বিভিন্ন ধরনের মানুষই দেখতে চাই। তাদের মধ্যে আবার একটা ইউনিভারস্যালিটি আছে। মিল আছে। সেই মিল গুলো এবং একক বৈশিষ্ট, ব্যক্তি বৈশিষ্ট নিয়েই একটা চরিত্র আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিস্থিতি অনেক সময় বাধ্য করে অভিনয় করে দেখিয়ে দিতে। যদি অভিনেতা অত্যন্ত দুর্বল হয়, কথাতে কাজ হচ্ছে না, তখন পরিচালককে অভিনয় করে দেখিয়ে দিতে হয়। আবারযেখানে পরিচালকের বোঝবার ক্ষমতা ভাল নেই, একটা অভিনেতাকে তার টেম্পারামেন্ট বুঝে তার মধ্যে কি কি সম্ভাবনা আছে, শক্তি আছে তা ধরতে পারার ক্ষমতা পরিচালকের নেই, অভিনেতার দুর্বলতা ও শক্তিগুলিকে

সেবুঝতে, বা ধরতে পারছে না। তখন তিনি অভিনেতার অন্তর্নিহিত অভিনয় ক্ষমতা বের করে আনতে পারছেন না বলেই অভিনয় করে দেখিয়ে দেন। এককথায় পরিচালক সঠিক অর্থে পরিচালক নন বলেই দেখিয়ে দিতে হয় অভিনেতা অভিনেত্রী দক্ষ না হওয়ায় পরিচলক বাধ্য হন দেখিয়ে দিতে। সবচেয়ে ভাল হয়, শিল্পী নাটকটা পড়েই বুঝবেন, তারপর পরিচালকের কথাগুলি বুঝবেন, চরিত্রগুলেকে নিজের মত করে বিচার বিশ্লেষণ করবেন এবং নিজের মত করে প্রকাশ করার যে টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্থাৎ টেকনিক সেটা তার আয়ত্তে থাকবে। তাহলে আর পরিচালককে উঠে দাঁড়িয়ে, কষ্ট করে অভিনয়টা দেখিয়ে দিতে হবে না।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- 'চাকভাঙ্গা মধু' 'মাধব মালঞ্চী কইণ্যা' এর প্রকাশভঙ্গী এবং বিষয়বস্তু আদ্যন্ত গ্রামীন। আজকেরথিয়েটারে গ্রাম উঠে আসছে না কেন? গ্রামীন সমস্ত সমস্যার সমাধান কি হয়ে গেছে?

চত্রবতী ঃ- প্রথমেই তোমার প্রশ্নটাতে কিঞ্চিৎ আপত্তি রয়েছে। গ্রামীনভঙ্গিতে প্রযোজনাগুলি হয়নি। প্রযোজনাগুলিএকেবারেই আমাদের যে শহুরে থিয়েটার আছে, যে সফিসস্টিকেট থিয়েটার পশ্চিমী ধাঁচের থিয়েটার আমরা করি, সেই ধাঁচেই 'চ াকভাঙ্গা মধু' এবং 'মাধব মালঞ্চী কইণ্যা' প্রযোজিত। বিষয় হচ্ছে গ্রামের। তুমি বলতে পার - গ্রাম জীবন ভিত্তিক নাটক। একটি হচ্ছে তিন/চারশো বছর আগেকার ময়মনসিংহ ভূখন্ডের জীবন, যে গ্রামীণ গীতিকা রচিত হত সেটার ওপর ভিত্তি করে ময়মনসিংহের 'মাধব মালঞ্চ কইণ্যা' করা, আর একটি হচ্ছে 'চাকভাঙ্গা মধু' লাযায় সম্প্রতিকালের গ্রাম। এই গ্রাম এখনও আছে। এখনও ওরকম অত্যাচার আছে। ৭২ সালে আমরা যখন এই প্রযোজনাটি করি তখন তো ছিলই। কারণ তখন ভূমিসংস্কার যা এখন সামান্যমাত্র হয়েছে তখন তাও হয় নি। ফলে বিষয়টা অনেক সমসাময়িক ছিল, প্রাসঙ্গিক ছিল। এখন কেন হচ্ছে না? তার কারণ বোধহয় এখন যারা থিয়েটার করে তাঁদের যে গ্রাম সম্পর্কে ধারণা নেই, কৃষকজীবন সম্পর্কে কোনো ধারনা নেই, গ্রামীণ অর্থনীতির কি কি পরিবর্তন হচ্ছে, কি হচ্ছে না তার কোনো ধারণা নেই। ঝিায়নের ফলে গ্রামগুলি কি অবস্থায় আছে তার কোনো ধারনা নেই,ভমিসংস্কার মাঝখানে গিয়ে ঠেকে যাবার ফলে গ্রামীন শ্রেণী সম্পর্কগুলি কি রকম আধাখ্যাঁচড়া হয়ে আছে সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। তাছাড়া এমনিতেই আমাদের থিয়েটারে গবেষণা, জানার ইচ্ছা, বিষয়ের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করার ইচ্ছটাই নেই। চিরকালই দেখে এসেছি, আমাদের রাজনৈতিক থিয়েটার কঙ্গো নিয়ে নাটক করছে অথচ কঙ্গোর ইতিহাস যদি বলতে হয়, ভিয়েতনামের ইতিহাস বলতে হয়, তাহলে পারবে না। ম্যাপ দেখিয়ে যদি বলা হয় -ভিয়েতনাম কোথায় - সে হয়তো আফ্রিকার দিকে আঙ্গুল বাড়াবে। কঙ্গো হয়তো দেখা যাবে জাপানের দিকে সে আঙ্গুলিনির্দেশ করছে। এরকম জ্ঞান নিয়েই তো আমরা রাজনৈতিক থিয়েটার করছি।্.ব.থ. কি? গ্যাট ব্যাপারটা কি তা বুঝিয়ে দিতে পারবে না। অথচ গ্যাট নিয়ে অনেক প্রতিবাদী নাটক হয়েছে। কিংবা সাম্প্রদায়িকতার মূল কোথায় সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধ্যানধারনা নেই। নাটকে সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা কিভাবে আনব, সাম্প্রদায়িকতার রূপ কি? চেহারা কি? সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে বলতে গিয়ে আমরা কি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলছি কি না --(আমিতো দেখছি বেশিরভাগ নাটকে তাই হচ্ছে) সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে আমাদের বেশ প্রচলিত নাটক -নামটাম করেছে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক হিসেবে সেই নাটকগুলি বিশ্লেষণ করে আমি দেখাতে পারি সেগুলিসাম্প্রদায়িকতারই নাটক। সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের সমাজের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মেনে নিয়ে এ নাটকগুলি হয়। গ্রামীনজীবন, চরিত্র, সমস্যা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর ধ্যান ধারনার অভাবের ফলেইআজকের থিয়েটারে গ্রাম হারিয়ে যাচ্ছে।'

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- এ প্রসঙ্গে বলি, আপনি হর ভট্টাচার্যের 'অন্ধকার থেকে' একাঙ্কটি প্রযোজনা করেছিলেন। আপনি কি মনে করেন নাটকটি প্রকৃতই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক?

চত্রবর্তী ঃ- 'অন্ধকার থেকে' নাটকটি আমরা করেছিলাম বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পরে। সে সময় অফিস কাছারিতে, বাসে, ট্রামে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে সব আলোচনা শুনছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছে, এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সুপ্ত হয়ে আছে। বাইরে প্রকাশ করতে সাহস পায় না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের একটা রাজনৈতিক চরিত্র রয়েছে, সে যদি প্রকাশ করে ফেলে তাহলে লোকে তাকে প্রগতিশীল বলবে না, কিন্তু তাদের ভিতর অত্যন্ত সংস্কারাচ্ছন্ন এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেই তো গণেশ দুধ খেয়েছিল! বরঞ্চ আমি মনে করি কৃষক কিংবা শ্রমজীবী মানুষ এবং শিল্পীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই। এমন কি বোম্বে শিল্পীদের মধ্যেও তা নেই। থাকলেও খুব কম। কিন্তু সাধারণভাবে মধ্যবিত্তদের

মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ সুপ্ত ভাবে রয়েছে। এই মধ্যবিত্তদের চরিত্র তুলে ধরার জন্যই আমরা 'অন্ধকার থেকে' ন াটকটি প্রযোজনা করি। দর্শককূল বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত ছিলেন, তাদের পক্ষে নাটকটা হজম করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। প্রসঙ্গতঃ বলি, আমরা অনেকগুলি নাটকই হজম করা কঠিন হয়েছে। এটা তার মধ্যে একটা।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- এই যে চারপাশে এত সংকট - এদিকে ক্ষুধা দারিদ্রের সংকট, অন্যদিকে নৈতিকতা, মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা - এই সংকটে একজন শিল্পী হিসাবে আপনি কি ভূমিকা পালন করছেন?

চত্রবর্তী ঃ- আমার প্রতিত্রিয়া বলার আগে তুমিই তো 'অন্ধকার থেকে' নাটকটার কথা বললে। তারপর 'অদ্ভুত আঁধার ' করেছি 'মৃত্যু না হত্যা' করেছি। তার আগে ৮৫ সালে 'হচ্ছেটা কি' নাটক করেছি। তুমি যদি মনে কর, শুধুমাত্র বামপন্থী প ার্টির জয়গান করাই রাজনৈতিক থিয়েটারের আদর্শ, কিংবা চরিত্র হওয়া উচিত তাহলে আমাকে ক্ষমাচাইতে হবে। কারণ সেই অর্থে আমি তা করতে পারিনি। যখন যা দেখেছি, মনে হয়েছে, আমার মতো করে রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করেছি, আমি সেগুলোই আমার প্রযোজনায় তুলে ধরেছি। সম্প্রতি অন্য থিয়েটার 'পেট চুরি' নাটকটা করছে। তার মধ্যেও ছে াটভাবে এখনকার সময়ের কথা, অসঙ্গতির কথা, অসামঞ্জস্যের কথা, অসাম্যের ও দুর্নীতির কথাই তুলে ধরেছি। কিন্তু ক্ষুধা নিয়েও নাটক করেছি। 'পেট চুরি' তে গরীব লোকের পেট চুরি গেছে। আজকের দিনে তো সত্যিই গরীবের পেট চুরি হয়ে গেছে। একটা গরীব মানুষকে ফুটপাত থেকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে কারণ তার পেটে যন্ত্রনা হচ্ছিল। নার্স চাদরট া তুলে দেখল তার পেটটা চুরি গেছে। আসলে সে খেতে পায় না। পেটে পিটে এক হয়ে গেছে। মনে হয়েছে তার পেটটা নেই, তাই তা চুরি হয়েছে বলে ধরা হচ্ছে। এই কাহিনীই প্রহসনের মধ্য দিয়ে, হাসির মধ্যদিয়ে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে, শ্লেষের মধ্য দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি এটা অবশ্যই এ সময়ের নাটক। সময়েরর প্রতিনিধিত্ব করছে এরকম নাটক আমি এখনও করছি। বরঞ্চ বলা যায় যে, পাশাপাশি বহু মানুষ আগে এরকম নাটক করতো। এখন অনেক নিরাপদ প্রতিবাদের নাটক হয়। উত্তরপ্রদেশের হরিজনদের নিয়ে নাটক হয়, বিহারের সাম্প্রদায়িকতার ওপর নাটক হয়। অর্থাৎ যেগুলো আমাদের মুখোশগুলো খুলে দেয় না সেগুলি নিয়ে নাটক হয়। আসলে টানলে তো শিকড়সুদ্ধ বেরিয়ে পড়বে। ধর, একটা হত্যাকান্ড হল। সেই হত্যাকান্ডের তদন্ত করতে গিয়ে অনেক কিছু বেরিয়ে পড়বে। ঠিক তেমনি একটা নাটক করতে গেলে, একটা সমস্যা সঠিকভাবে ধরতে গেলে অনেক কিছু বেরিয়ে পড়বে। যেগুলি ভয়ে আমরা আনতে চাই না। কিংবা মনেহয় যে, এগুলি শত্রুর হাত শক্ত করবে। কিন্তু সত্যের কোনো বিকল্প নেই। শত্রুর হাত সে কতদিন শক্ত করবে অ ার শত্রু সেটা ব্যবহারও করতে পারে না। আমার 'অদ্ভুত আধার' নিয়ে এরকম বলা হয়েছিল।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- হ্যাঁ, 'অদ্ভুত আধাঁর' নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। শোনা যায়, 'গণশক্তি' পত্রিকা এ নাটকের বিজ্ঞাপন নিতে অস্বীকার করেছে। এবাবে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে আপনাকে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই ন াটকের ব্যখ্যা দেবেন কিভাবে?

চত্রবর্তী ঃ- 'গনশক্তি' পত্রিকা বিজ্ঞাপন নেয় নি - এটা বরং বলতে পারি তাদের অবস্থান থেকে ঠিক কাজই করেছে। আমি যেভাবে বামপন্থী রাজনীতি করছে দুটো মানুষকে দেখিয়েছি- একজন দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ, পার্টিতে বেশ ভাল জায়গায় অ াছে। সে বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করছে এই অজুহাতে অনেক দুর্নীতি করে যাচ্ছে। আর একজন খুবইসৎ। সেই অর্থে একটা পার্টির মুখপাত্র যেহেতু 'গণশক্তি' সেহেতু সে মনে করতে পারে, আমার যেমন সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে, তারও তেমনি সেই সমালোচনা যাতে প্রকাশ না পায়, প্রচার না পায় তা দেখার অধিকার আছে। কিন্তু 'গণশক্তি' কে যদি পত্রিকা হিসাবে সার্বিকভাবে ভাবি, তাহলে সব মতেরই প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া উচিত। সেদিক থেকে বলবো এটা আনন্দবাজারের 'কল্লোল' নাটকের বিজ্ঞাপন বন্ধেরই সমতুল। কিন্তু 'গণশক্তি' শেষ পর্যন্ত পার্টিরই মুখপত্র। অনন্দবাজার পার্টিৰ মুখপত্র ছিল না। বরং দমদমের এক কমদরী একটি ছেলেকে দিয়েএ নাটকের যখন সমালোচনা করানো হল, 'গণন াট্য' পত্রিকা সে সমালোচনা ছাপলো এবং সম্ভবত 'গ্রুপ থিয়েটার' তার পুণর্মুদ্রণ করলো অর্থাৎ তাকে দিয়ে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হল, তখন আমি বেশ অপমান বোধ করি। কারণ বিভাস চত্রবর্তীর মতো মানুষ যখন নাটক করে তখন তার সমালোচনার জন্য প্রায় তার সমপর্যায়ের, সমদরের, সমউচচতার সমালোচককে বাছতে হয়। তা না করে বিতান গুহ নামে কে একটা লোক, সে এখন হয়তো ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মেম্বার, আগে নাগের বাজার লোকাল কমিটির মেম্বার না সেক্রেটা রি ছিল, তাঁকে দিয়ে সমালোচনা করাটা একটা প্রথম অপমান। ওইরকম একটি কমদরের মানুষকে দিয়ে বিভাস চত্রবর্তীর

মতো পরিচালকের নাটক সমালোচনা করানো! তবে সমালোচনা সবাই করতে পারে। সবার অধিকার রয়েছে। পত্রিকাগুলো তাদের প্রতিনিধি দিয়েই তো সমালোচনা করাবে। কিন্তু 'অদ্ভুত আধাঁরে' আমি যে কথাগুলি বলেছিলাম আজকের দমদমের সেই ব্যাপারগুলোই দেখা যাচ্ছে। ওদের তো উচিত আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া। বিতান গুহ-র উচিত আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া যে, আপনি শিল্পী, আপনার স্বচ্ছদৃষ্টি, আপনি অনেক আগে থেকেই ব্যাপারগুলো দেখতে পান, বুঝতে পান, আমরা বুঝি না, সত্যি বলেছিলেন আপনি। এটা অবশ্যই করা উচিত।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- 'রাজরক্ত' আমাদের রাজনৈতিক চেতনাকে সরাসরি নাড়া দিয়েছিল। সাম্প্রতিক থিয়েটারে রাজনৈতিক নাটকের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন?

চত্রবর্তী ঃ- আমি মনে করি, রাজনৈতিক থিয়েটার অবশ্যই নতুন করে আসবে। উৎপল দত্তের মতো করে রাজনৈতিক থিয়েটার আর হয়তো চলবে না। এক একটা সময় আসে, এক একটা ধরণের নাটক চলে। এক এক ধরনের রাজনৈতিক থিয়েটার হয়। উৎপল দত্ত যখন রাজনৈতিক থিয়েটার করেছিলেন তখন ওই ধরনের থিয়েটারের প্রয়োজন ছিল। ভূমিকা ছিল, দর্শক ছিল। সাহস যুগিয়েছে, সমর্থন যুগিয়েছে বামপন্থী আন্দোলনকে। আজকের দিনে অনেক জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বামপন্থী আন্দোলনও নতুন দিকে মোড় নিচেছ, নতুনভাবে নিজেদের তৈরি করছে কিংবা সম্প্রতি যদি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বক্তৃতাগুলি শুনে থাক, তাহলে দেখবে 'রিষ্ট্রাকচারিং অব্দ্য পলিসি' তৈরি হচেছ।পুনর্বিন্যাস হচেছ সব কিছুরই। চীনের যে ভূমিকা রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সেই ভূমিকা অনুসরণ করা হচেছ অনেকগুলি ক্ষেত্রে। কারণ সেগুলির ইতিবাচক ফল দেখা যাচেছ। তেমনি রাজনৈতিক থিয়েটার নতুন চেহারায় আসবে। শুধু চিনে নিতে হবে। খালি ওই পুরনোকাল কেন নেই? ওই রকম থিয়েটার কেন হয় না বলে চিৎকার করলে চলবে না। ওই রকম থিয়েটার করলে এখন দর্শকদের সেভাবে আলোড়িতই করবে না উত্তেজিতই করবে না। কারণ অবস্থা বেশ জটিল। মানুষ বিভ্রান্ত, রাজনীতি একটা জটিল আবর্তে পড়েছে। সারা বিশ্বের রাজনীতির চেহারা অন্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ভেঙ্গে খান খান হয়েছে। জাতিগত, ধর্মগত নানা বিভেদ সারা বিশ্ব, সারা দেশে, এমন কি পশ্চিমবঙ্গেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সেখানে অন্যরকম ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক থিয়েটার করতে হবে। ভাবতে হবে। পুরনো রাজনৈতিক থিয়েটারের জন্য শুধু আফসোস করলে চলবে না।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্য 'স্টার থিয়েটার' পুড়ে গেছে একযুগ আগে। একাত্তর বছরের 'রঙমহল' ও ভস্মীভূত। 'ঝিরূপা' বন্ধ। অন্যান্য পেশাদারী মঞ্চগুলি ধুঁকছে। অর্থাৎ থিয়েটারের একটা অধ্যায় শেষ। একজন থিয়েটার কর্মী হিসাবে আপনার প্রতিত্রিয়া কি?

চত্রবতী ঃ- থিয়েটার হল পুড়ে যাওয়াতে আমার কোন প্রতিত্রিয়া নেই। ওটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। স্টার কিংবা রঙমহল পুড়ল কি পুড়ল না, আমার কিছু আসে যায় না। ঝিরূপায় প্রমোটার বাড়ি করল কি করল না আমার তাতে আসে যায় না। কারণ থিয়েটারটা মৃত। একটা বিল্ডিং মানে থিয়েটার নয়।থিয়েটারটা তার অনেক আগেই মৃত হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান না করে স্টার পুড়ে গেছে - বলে হাহাকার, রঙমহল পুড়ে গেল - এর পিছনে কি ষড়যন্ত্র রয়েছে, সেগুলি নিয়ে মাথাঘামিয়ে লাভ নেই। যে মানুষ গুলো হাহাকার করছে, ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে চিৎকার করছে তারা থিয়েটার যে মরে যাচেছ তার জন্য কি করছে? আমি তো জানতে চাই থিয়েটারকে বাঁচতে হবে। থিয়েটার কিছু মানুষ করে, বিল্ডিং করে না। কি কারণে থিয়েটার হচেছ না, তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত কারণ কি? অন্যান্য পাঁচটা কারণ কি? তার অনুসন্ধান করতে হবে। জরাজীর্ন মঞ্চে মানুষ নাটক দেখতে যাবে কেন? তপন সিংহ আমাকে বলেছিলেন, 'সৌমিত্র -র নাটক দেখতে গেলাম বিভাস, ঝিরূপায়। তুমি বল, কেন যাব আমি ওরকম জায়গায় থিয়েটার দেখতে? আজ থেকে ত্রিশ/ চল্লিশ বছর আগেও যা দেখেছি, সেই বিবর্ণ চেহারা, ভাঙা চেয়ার, ইঁদুর দাপাদাপি করছে, বিবর্ণ দৃশ্যপাট, উইংসের কালো রঙ মুছে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, স্কাই গুলো ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলেপড়েছে। এরকম মঞ্চে মানুষ যাবে কেন'? বাইরের শিল্পী নাসিদ্দীন শা থেকে আরম্ভ করে যদি আমরা বিদেশের শিল্পী দেখি, যেমন ডাস্টিন হপম্যান কিংবা রিচার্ড বার্টন এরা হলিউডের একটা ছবি করে যে টাকা পায়, তিন চারটেথিয়েটার করে তা পায় না, তবু কেন তারা নাটক করে? ব্রডওয়েতে এসে নাটক করে কেন ওঁরা? কারণ থিয়েটারেরআনন্দই অন্য। থিয়েটারকে জীবন্ত শিল্প হিসাবে মানতে হবে, থিয়েটারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, থিয়েটার করে আনন্দ পেতে হবে। তাহলে সে থিয়েটার নিয়ে নতুন তুলনা করবে না যে, মশাই, সিনেমা আমাকে যা

টাকা দেয়, দিতে পারবে, সে টাকা দিতে পারবে আপনার থিয়েটার? এই বলে সে থিয়েটারকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না। যেমন আমাদের এখানে দেখছি, ওয়ান ওয়াল করবে বলে তারা শো থেকে চলে যাচ্ছে। বৃহস্পতি, শনি, রবি এল না। ছবি বিশ্বাসের কাঞ্চনজঙঘার কথা তাদের শোনাতে হয়। ছবি বিশ্বাসকে সত্যজিৎ রায় যখন "কাঞ্চনজঙঘা" করানোর জন্য দার্জিলিং -এ স্যুটিং করতে চেয়েছিলেন, ছবি বিশ্বাস রাজি হন নি। উনি বলেছিলেন, আমার তো বৃহস্পতি, শনি, রবিবার স্টারে - থিয়েটার আছে, থিয়েটার ছেড়ে কি করে আমি স্যুটিং - এ যাব? এখনকার কোনো শিল্পীর হিম্মৎ আছে এভাবে বলার। বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি! তখন স্টারের যিনি মালিক সলিল মিত্র তিনি শুনে বললেন যে, একি করছেন, মানিক বাবু আপনাকে ডেকেছেন, আপনি যান। বৃহস্পতিবারের শো আমি বন্ধ করে দেব। আপনি শুক্রবার সকালে চলে আসবেন। শনি, রবি শো করে আবার চলে যাবেন। এটা মানিক বাবুকে বলুন এবং তাই হয়েছিল। এ ধরনের শ্রদ্ধা থিয়েটারের প্রতি, শিল্পের প্রতি এবং নিজের প্রতি এরকম মানুষের আছে নাকি? থিয়েটার কিংবা ফিল্ম মিলে কজনের আছে? ছোট থেকে বড় সবাই দোহাই পাড়বে - থিয়েটার কি আমায় খাবার দিতে পারবে? এটা হয়ত সত্য, থিয়েটার খাবার দিতে পারবে না। থিয়েটার সেভাবে সমাজে স্বীকৃত নয়। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্রসরকার থিয়েটারকে অপাংক্তেয় করে রেখেছে সবকিছু থেকে আলাদা করে। ওটা পিঠ চাপড়ানোর জায়গা। ভাল কাজ করছো আচ্ছা, আচ্ছা। বাড়িতে যেমন বড় লোক আত্মীয় এলে যে ছেলেটি থিয়েটার করছে, তাকে পিঠ চাপড়িয়ে বলে - কি হে, থিয়েটার করছো, আচ্ছা খুব ভাল, হ্যাঁ, তবে লেখাপড়াও করো ভালোভাবে। চাকরি বাকরি তো করতে হবে । এভাবেই সমাজ আমাদের থিয়েটারকে দেখে ভাই। সুতরাং আপশোস করলে হবে না থিয়েটারকে নিজেরাই ভেঙেছি অথচ অন্যের ওপর দোষ চাপিয়েছি। আমরা বলছি যে হ'ল বেচে দিয়েছি। হ'ল তো বিক্রি হবেই। ওখানকার লোকগুলো খাবে কি? কর্মচারীগুলো খাবে কি? তবু প্রমোটার বাড়ি করলে খেতে পারবে। পুড়ে গেলে নতুন করে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং হবে। সেখানে হয়তো একটা চাকরি জুটবে। এসব না বলে আগে থিয়েটার করার অবস্থাটা তৈরি করতে হবে। তার জন্য বিল্ডিং এর দরকার হয়না প্রথমেই।

থিয়েটার প্রয়োগ ঃ- গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ বিচ্যুত হয়ে একশ্রেনীর পরিচালক কাউন্টার কাঁপাতে বিশেষ মনোযোগী? এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

চক্রবর্তী ঃ কাউন্টার কাঁপিয়ে অর্থাৎ টিকিট বিক্রি করায় আপত্তি কিসের? একটু আগে দর্শক হয় না, সাধারণ রঙ্গালায় উঠে গেছে বলে আফশোস করেছো, আর একজন এমন থিয়েটার করছে, যেখানে লোক থিয়েটার দেখতে আসছে, পয়সা দিচ্ছে, টিকিট বিক্রি হচ্ছে, তাতে তো আপত্তি দেখি না। তবে বাজে থিয়েটার সবসময় বর্জনীয়। বাজে থিয়েটার করে যদি কেউ পয়সা কামায়, তাঁর থিয়েটার একটা কিংবা দুটো চলবে, তিনটে থেকে কিন্তু লোক আসবে না। কারণ দর্শক যা পেতে আসে সেটা যদি না পায় তাহলে তো চলবে না। কিন্তু একটা লোকের চরিত্র পরিবর্তন হলেতো কিছু করার নেই। চরিত্র পরিবর্তন বলতে পার, ভাবনা চিন্তার পরিবর্তন বলতে পার, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বলতে পার। যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে থিয়েটারে এসেছিলাম, থিয়েটার করতে করতে আমার মনে হল এটা করে লাভ নেই - তুমি কি করতে পার? আসলে থিয়েটার জনগনের জন্যই করা উচিত। যত লোক পাওয়া যায় সেটাই আসল। বেশি সংখ্যক দর্শক পাবার জন্য আমি হয়তো একটু স্থূল থিয়েটার করলাম তাতে দোষের কি! শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত যখন নাটক করছেন তখন সবিতাব্রত দত্তের 'ব্যাপিকা বিদায়' রমরম করে চলছে। সবাই একরকম থিয়েটার করবে তার কোনো মানে নেই। তখন তণ রায় 'এক পেয়ালা কফি' কিংবা রহস্য নাটক করেছেন তাতে কোনও বাধা ছিল না। কেউ যদি তার মতো করে থিয়েটার করে তাহলে এত হৈ হৈ করার কি আছে? আমাদের হৃদয় পোড়ে কেন? সেএকটা জায়গায় তো সাফল্য বা দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। সে লোক টেনে আনতে পেরেছে। যারা একথা বলছে তারা তো কিছুই পারছে না। না পারছে শিল্পগুণ সম্পন্ন থিয়েটার করতে, না পারছে দর্শককে আকর্ষণ করার মতো থিয়েটার করতে। তবে এটাও বলছি, সে যদি সত্যিকারের ভালো থিয়েটার না দিতে পারে, তাহলে অচিরেই দর্শক তার প্রতি আকর্ষণ হারাবে। মানুষ অনেক নতুন কিছু দেখছে, তার চোখ খুলে গেছে, সেখানে শুধুমাত্র সেন্টিমেন্টাল কথাবলে, আবেগের সুড়সুড়ি দিয়ে বেশিদিন চলে না। হয়তো কিছুদিন চলতে পারে। যারা সমালোচনা করে তারা যদি উচচমানের থিয়েটার করে দেখাতে পারে এবং থিয়েটার করে অনেক দর্শক টেনে আনতে পারে তাহলেই সে তার অবস্থান থেকে সমালোচনা করতে পারে। নাহলে শুধু চিমটি কেটে চলবে না। বাঙালী মধ্যবিত্তের সংকীর্ণতা, কূটকাচালি, পরশ্রীকাতরতাই এর মূলে। বাজে থিয়েটার আমাকে প্রভাবিত করে না, করলে তো আমি একটা বাজে লোক,

দুর্বল লোক। অসীম চক্রবর্তী 'জনৈকের মৃত্যু' র মতো নাটক করেছে আবার 'বারবধু' ও করেছে এবং 'বারবধূ'তে দর্শক টেনেছে। কিন্তু তারপর কি হল? 'বারবধু' উনি করেছেন, বেশ করেছেন তাতে আমাদের কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাও কি করতে পারল?

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- 'থিয়েটার ওয়ার্ল্ড' -এ এই মুহূর্ত্তে আপনি এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখানে আপনাকে 'লিজেন্ডইন্ ইওর টাইম' বলা যেতে পারে। যাই বলা হোক না কেন, আমার প্রশ্ন এখানে পৌঁছানোর জন্য জীবনের কোন কোন ফ্যাক্টরকে স্বীকার করেণ আপনি?

চক্রবর্তী ঃ- প্রথম কথাটাতেই আমার আপত্তি আছে। 'লিজেন্ড' হওয়া অত সহজ নয়। এ ব্যাপারগুলো অতিকের দোষে দুষ্ট। আমি লিজেন্ডনই, সাধারণ একজন নাট্যকর্মী কিংবা থিয়েটার পরিচালক, অনেকদিন ধরেই থিয়েটার করছি। আমি সার্থক হয়েছি কিনা তাই জানিনা। আর এর পিছনে কোন কোন ফ্যাক্টর কাজ করছে তা জানব কি করে? আর পাঁচ জনের ক্ষেত্রে যে ফ্যাক্টরগুলি কাজ করছে, কমবেশি আমার ক্ষেত্রেও তাই করেছ। সেই অনুযায়ী আমি কমবেশি ছোট - বড়, ভাল - খারাপ। আমি নিজের মাপ নিজে করতে পারি কখনও?

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- এ মুহূর্তে কারা ভাল নাটক লিখছেন? ভাল প্রযোজনাই বা করছেন কারা?

চক্রবর্তী ঃ- যে অর্থে মনোজ, মোহিত নাট্যকার, বাদলবাবু নাট্যকার, উৎপল দত্ত নাট্যকার, তার পরবর্তী পর্যায়ে এমনও পর্যন্ত একজনকে বলতে পারি নাট্যকার - দেবাশিস মজুমদার একজন বড়মাপের নাট্যকার। অন্ততঃ বড় হবার সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিল। বেশ কয়েকটা নাটক তো আমাদের চমকে দিয়েছে। কিন্তু তবুও বলবো দেবাশিস সাম্প্রতিককালে হয়তো তার প্রতিশ্রুতিগুলি রক্ষা করতে পারছে না, তার কাজের মধ্য দিয়ে সে নিজেই যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছে, সেগুলি রক্ষা করতে পারছে না। আর সেরকম নাট্যকার আমি দেখছি না। যদিও তাদের নাম না করলেতারা হয়তো ভাববে, তাদের আমি ছোট করে দেখছি - তা কিন্তু নয়। আমাদের সামনে যে মনটা রয়েছে, কেউ যদি একটা মান করে রাখে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ আর বলে সেই মাপের পরিচালক দেখছি না, তাতে যেমন আমার মনে করার কারণ নেই, তেমনি তাদেরও মনে করার কোন কারণ নেই। বরং পরিচালক হিসাবে সুমন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন এবং গৌতম হালদার প্রযোজনার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে নিরলসভাবে। এই তিনজনের নামই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- থিয়েটার নিয়ে সরকারের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক? নাট্য আকাদেমির কাজকর্মে আপনি কি সন্তুষ্ট?

চক্রবর্তী ঃ- থিয়েটার নিয়ে সরকা্রের ভূমিকা যতটা হওয়া উচিত ততটাই করছে। বেশি কিছু করছে না। আর কারার দরকারও আছে বলে মনে করি না। সরকারের কাজ হচ্ছে 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' দেওয়া। 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' -এ অনেক্রুটি থেকে গেছে, অভাব থেকে গেছে। সেদিকটা সরকারের ভাবা দরকার। থিয়েটার করা যাতে সহজ হয় আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্ব একটি দেশের পক্ষে, পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি গরীব রাজ্যে। নানা রকমের থিয়েটার আছে। আমি যে থিয়েটার করবো, মালদহের ছেলেটা নিশ্চয়ই সেই থিয়েটার করবে না, কিংবা কোন গ্রামে সে থিয়েটার হবে না। এই যে নানা রকমের থিয়েটার, নানা জায়গায় হচ্ছে, সেই জায়গায় বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে থিয়েটার করার সুযোগ সুবিধাগুলি করে দেওয়া, সাহায্য করা সরকারের উচিত। কারণ শিল্পী একা সব করতে পারে না। নাট্য আকাদেমির ভূমিকা যতটা হতে পারতো ততটা হয়নি। পাশাপাশি আমরা যদি বাংলা আকাদেমির ভূমিকা দেখি, তাহলেদেখব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা আকাদেমি যে রকম কাজের পরিচয় দিয়েছে, কাজের ক্ষেত্রে তার যে বিস্তৃতি, দক্ষতা, নাট্য আকাদেমি তো সেটা দিতে পারল না। যার জন্য নাট্য আকাদেমিতে সব রকম আগ্রহ, উৎসাহ আমার মতো মানুষরা হারিয়ে ফেলেছে। সম্প্রতি মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী হবার ফলে বোধহয় এদিকটা আবার নজর দিচ্ছে, ইন্টারেষ্ট নিচ্ছেন। হয়তো অবস্থার কিছুটা উন্নতি হবে। তবে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলেনা। আমাদের সমস্ত কীর্তি (যদি কিছু থেকে থাকে) সবই তো বামফ্রন্ট আসার আগেই। তখন তো এই সরকারের কোন ভূমিকাই ছিল না। থাকলে বিরোধী ভূমিকা ছিল। সেক্ষেত্রে আমরা যদি থিয়েটারের এত বড় বড় কাজ করতে পারি, তাহলে আজকে বামফ্রন্ট কিছু করছে না বলে চেঁচাচ্ছি কেন? সরকারের মুখাপেক্ষী থাকা ঠিক নয়।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- 'অন্য থিয়েটার' বিগত দুবছর ধরে বর্ষশেষ অনুষ্ঠান করছে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করলেন কেন?

চত্রবর্তী ঃ- ১৯৯৯ সালে আমরা ভাবলাম ঝিবঙ্গ সম্মেলন হচ্ছে, ওমুক সম্মেলন হচ্ছে, তখন থিয়েটার নিয়ে আলাদা কিছু করার দরকার। যাতে থিয়েটার যে এখনও বেঁচে আছে, হাজার ছেলেমেয়ে থিয়েটারে কাজ করছে, তারাযে এখনও সজীব, সজাগ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, তাদের যে অপার সম্ভাবনা সেগুলো মানুষকে জানানো দরকার। সেজন্যই এক সহস্রাব্দ শেষ হল আর এক সহস্রাব্দ বরণে আমাদের থিয়েটারের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। শিরোনাম দিয়েছি 'নাট্যস্বপ্নকল্প'। সন্ধ্যা ছ'টায় বর্ষশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। শিরোনাম দিয়েছি 'নাট্যস্বপ্নকল্প'। সন্ধ্যা ছ'টায় শু হয়ে পরের দিন সকাল ছ'টা পর্যন্ত। তখন বিপুল সাড়া ফেলেছিল সেটা। তখন - এ অনুষ্ঠানকে আবার করার দাবি নাটকের মানুষেরাই করতে শু করল। যেমন প্রতি বছরই 'নাট্যস্বপ্নকল্প' হয়। এই দাবি মেটাতেই গত বছর করেছিলাম এবং বিরাটভাবে সাফল্যও হয়েছিল।এবারও হয়তো এই অনুষ্ঠান করবো।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- আপনারা 'সমবেত প্রয়াস' নামে একটি সংস্থা করেছিলেন। 'গিরগিটি', 'গাজী সাহেবের কিস্‌সা', 'নিবারণ বাড়ুজ্জে' প্রযোজনা করেছিলেন কিন্তু টিকিয়ে রাখতে পারলেন না কেন?

চত্রবর্তী ঃ- ওটা একটা সাময়িক যৌথ কাজ। কোনো প্লাটফর্ম ছিল না। সংস্থা হিসাবে গড়ে ওঠে নি। তার কোনোসংবিধানও ছিল না। ক'জনে মিলে বন্ধু বান্ধবরা আনন্দে থিয়েটার করেছি। কিছুদিন চলেছে সেটাই আনন্দ।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- 'নাট্য সংহতি' কি 'নাট্য আকাদেমির' পরিপূরক?

চত্রবর্তী ঃ- নাট্যসংহতি, তাদের নিজেদের নাটক করে অর্থ সংগ্রহ করে। তারা কিছু সাহায্য পায় বাইরের কিছু সংস্থা থেকে। যেমন বেহালার সহযাত্রী, হাওড়ার নটধা, উত্তরপাড়ার সমতট। তার আগে মালদহে, বহরমপুরে, নাট্যসংহতি নাটকের অনুষ্ঠান করেছে। সেখানকার স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় ও নাট্যকর্মীদের সহায়তায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে কল্যান তহবিল তৈরি করা হয়েছে। দুঃস্থ, অসুস্থ শিল্পীদের যথাসাধ্য সাহায্য করে। এটাই নাট্য সংহতির ভূমিকা। নাট্যসংহতির সূচনালগ্নে অনেকে সন্দেহ করেছিলেন এটা বুঝি নাট্য আকাদেমির পরিপূরক। আমাদের তো ভয় পায় অল্পেতেই। সাবারই তো সব মপিপাসা রয়েছে। আর একটি সংস্থা হচ্ছে নাট্যসংহতি--- এটা বুঝি নাট্য আকাদেমির প্যারালাল সংস্থা? এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ -- এসব অনেক কিছু হয়েছে। এরকম হয় । কিন্তু অচিরেই সৎ মানুষগুলি টিকে থাকে, সৎ মানুষেরই জয় হয়। আমাদের জয়ই হয়েছে। সবাই এখন আমাদের স্বীকার করেছে। মুক্তকণ্ঠে নাট্য সংহতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- শিশুদের জন্য কিছু করার কথা কি ভেবেছেন কখনও ?

চত্রবর্তী ঃ- শিশুদের জন্য ভাবি, তবে কিছু করিনি। 'মাধব মালঞ্চী কইণ্যা' কে যদি শিশুদের ভাব, ভাবতে পার। আমি লিখে দিতাম - শিশুদের সঙ্গে আনবেন, ছোটদেরও সঙ্গে আনবেন। ছোটরা প্রভূত আনন্দ পেত। শিশুদের নিয়ে কোনও প্রযোজনা করার ভাবনা আপাতত নেই।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- মফস্বলকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার সম্পর্কে আপনার ধারনা কি?

চত্রবতী ঃ- মফস্বলে থিয়েটার যারা করে, তাদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে প্রচুর। সুযোগের অভাবকে আমি কোনও অভাব বলে মনে করি না। অভাব হ'ল শিল্প সম্পর্কে সঠিক ধ্যানধারনা, প্রশিক্ষণের। নিয়মিত ভাল থিয়েটার দেখা, জানা, বোঝার চর্চা করা। যেটা একসময় আমাদের কলকাতার থিয়েটারকে সাহায্য করতো। পরবর্তীকালে এটা আমাদের থিয়েটার থেকেও চলে গেছে। যদিও মফস্বলের থিয়েটারের ছেলেদের মধ্যে এখনও কলকাতা থিয়েটারের ছেলেদের থেকে আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন অনেক বেশি। সিরিয়ালের হাতছানি নেই। কারণ নষ্ট হবার সুযোগ কম। তবে মফস্বলে প্রশিক্ষণের অভাব, অভাব নেতৃত্বের। নেতৃত্ব মানে যে নেতৃত্ব অনুপ্রেরণা দেবে, থিয়েটার কর্মী তৈরি করবে, আগামী দিনে ভাল থিয়েটারপ্রেমী তৈরি করবে। ধর, যদি সুমন মুখোপাধ্যায় কলকাতায় থাকতো, সুমন অন মুখোপাধ্যায়ের ছেলে 'চেতনা' তে যদি কাজ না করতো, অল্প বয়স থেকে যদি থিয়েটারের পরিবেশে বড় না হতো, শ্যামল ও চিত্রা সেনের ছেলে কৌশিক যদি ছোটবেলা থেকে থিয়েটারের পরিবেশ না পেত, যদি খুবই অল্পবয়স থেকেগৌতম হালদার 'নান্দীকার' এ কাজ না করতো, দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সংস্পর্শে না আসতে পারতো, ব্রাত্য বসু যদিবিষ্ণু বসুর পুত্র না হতো, তাহলে তাঁরা এত ভাল থিয়েটার কর্মী হয়ে উঠতো না। আমি বলছি না যে, থিয়েটার করতে হলে কারোর ছেলে হতেই হবে। কার ছেলে না হয়েও থিয়েটারকর্মী হওয়া যায়। আমি বলতে চাইছি, ওই মাপের ক্ষমতাবান মানুষের সঙ্গে কাজ করার, সেরকম শিক্ষকের কাছে শেখার সুযে

াগ তাঁদের ছিল। কুমার রায় - রা শম্ভু মিত্রের মতো শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাই আজও কুমার রায় ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি, দ্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষক পেয়েছিলাম তাই এখনও কাজ করে যাচ্ছি। আমরা, এমন কি উৎপল দত্তের মন্ত্রশিষ্য সমীর মজুমদার, সেও একটা স্তর পর্যন্ত কাজ করতে পারে। এরকম ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের সংস্পর্শে না এলে সঠিক শেখা যায় না। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এসব হয় না। সঙ্গীতের মত না হলেও এক্ষেত্রে গুমুখী শিক্ষা খুবই জরি। গুর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই থিয়েটারটা করতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। ঊষা প্রথমে দিকে নান্দীকারের পরিবেশে থেকেছে। আবার ঊষার নাটকে রায়না, তৃপ্তি মিত্র, দ্রপ্রসাদ কাজ করছে। ঊষার মধ্যে ক্ষমতা বা প্রতিভা যা ছিল তাকে সাহায্য করেছ এঁরা। এঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করায় তাঁর প্রতিভা বিকাশিত হয়েছে। তেমনি মফস্বলের ছেলেদের মধ্যেও ক্ষমতা বা প্রতিভা আছে। কিন্তু তাদের কাছে সেই প্রেরণা নেই, শিক্ষক নেই, সেই প্রতিভা নেই। এটা একটা বড় অভাব। একে অস্বীকার করলে চলবে না।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- থিয়েটারের কাজে একাধিকবার বাংলাদেশ গিয়েছেন। ওখানকার থিয়েটারের সঙ্গে এখানকার থিয়েটারের চরিত্রগত কোনও ফারাক চোখে পড়েছে কি?

চত্রবর্তী ঃ- চরিত্রগত কোনও বৈশিষ্ট উভয় দেশের থিয়েটারে আলাদা কিছু নেই। তবে বাংলাদেশে প্রথমে থিয়েটারের একটা জোয়ার এসেছিল, শিক্ষিত মানুষ থিয়েটারের স্বপ্ন দেখেছিলেন থিয়েটার নিয়ে চর্চা করেছেন, থিয়েটার দেখেছেন, থিয়েটার নিয়ে লেখাপড়া করেছেন। ওখানে দেশবিদেশে যাবার সুযোগ রয়েছে। দেশবিদেশের নাট্য পরিচালকদের সঙ্গে কোলাবেরশানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গে অতটা নেই। সেই হিসাবে একটা পর্যায়ে বেশ ভালই কাজ হচ্ছিল। অঅবার সেই মানুষগুলো থিয়েটার করে সন্তুষ্ট নন তাঁদের জীবকার জন্য। যেমন আমরা বলি তুমি যদি কোনো বড় পদে থাক, তাহলে থিয়েটার করতে এস না। কারণ সেখানে অনেক কাজ করতে হবে, তোমার অনেক দায়িত্ব আছে, দাবীদাওয়া অনেক, সেগুলি মিটিয়ে তুমি থিয়েটার করতে পারবে না। বাংলাদেশের বন্ধুরা নানা গুত্বপূর্ণ পদে আসীন কিংবা বড় ব্যবসা বাণিজ্য করছেন, নিজেদের বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে, ফলে ওখানকার নানা দাবী মিটিয়ে থিয়েটার করার সুযোগ, সময়, সুবিধা পাচ্ছেন না। ফলে একটা ভাঁটা পড়েছে। নতুনা তেমন করে তৈরি হবার সুযোগ পায়নি। ব্যতিত্রম আছে নিশ্চয়ই। বাংলাদেশের থিয়েটার সম্পর্কে সহজেই বলা যায়, 'যে ফুল না ফুটতে...'। বাংলাদেশের থিয়েটার সঠিক অর্থে সত্তর দশকে শু হয়েছে, কিন্তু এখনই সেই ধারা বেশ স্তিমিত।

থিয়েটার প্রয়াগ ঃ- শেষ প্র, আপনার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি 'থিয়েটার প্রয়াগ পত্রিকার তরফ থেকে। অনিয়মিত হলেও দীর্ঘ চৌদ্দ বছরে ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এই উদ্যোগকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

চত্রবর্তী ঃ- থিয়েটার করতে হলে কিংবা থিয়েটার পত্রিকা চালাতে গেলে যে নিষ্ঠা; শ্রম ও ব্বিাসের প্রয়োজন তা এই পত্রিকার আছে। আবার লিটল্ ম্যাগাজিন চালাতে হলে বিশেষ করে থিয়েটারের লিটল্ ম্যাগ ধারাবাহিক বের করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন তা অন্যান্য পত্রিকার মতো এই নাট্য পত্রিকারও নেই আশা করি। অনিয়মিত হলেও চৌদ্দ বছর ধরে একটা থিয়েটারের পত্রিকা প্রকাশিত হবার ব্যাপারটি খুবই প্রশংসনীয়। সম্পাদক স্বপন দাস নাটক অন্ত প্রাণ। দাদা বড় ব্যবসায়ী। ভাল লাগে যখন দেখি, ব্যবসা বাণিজ্য করে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৈভবের মধ্যে গা - না ভাসিয়ে, থিয়েটার নিয়ে পড়ে আছে। চৌদ্দ বছর ধরে একটি পত্রিকায় থিয়েটারের নানা দিকের চর্চা, আলোচনার একটা সুফল তো আছেই। বেশ কিছু ভাল নাটকও এই পত্রিকা ছেপেছে। ভাল প্রবন্ধ ছেপেছে। কাজটা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই হচ্ছে। পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

থিয়েটার প্রয়াগ থেকে সংগৃহীত